শহীদ মোবারক হোসেন

- মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মহসিন আলী

১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম শনিবার। দেশজুড়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, লুটপাট, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ বর্বর তান্ডবলীলা চলছে অপ্রতিরোধ্যভাবে। স্থানীয় রাজাকার-আলবদরদের সহায়তায় হানাদার বাহিনী একে একে বাংলার আনাচে-কানাচে প্রবেশ করছে। বিস্তার করছে তাদের হিংস্র থাবা। আতঙ্কগ্রস্থ মানুষ দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। চলনবিল এলাকায় তখনও হানাদার বাহিনীর আগমন ঘটেনি। গুরুদাসপুর থানা একটি ছোট্ট শহর। হিন্দু প্রধান এলাকা। এরই আধ মাইল দূরে চাঁচকৈড় একটা বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। আত্রাই নন্দকুজা মহানন্দা নদীর ত্রিমোহনা। চাঁচকৈড়ে অবশ্য মুসলমানের সংখ্যা বেশী। স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতংক বিরাজ করলেও পাকসেনাদের আঘাতের ভয়াবহতা তারা তখনও প্রত্যক্ষ করেনি।

মোবারক হোসেন একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা। চলনবিলের শহীদ শামছুজ্জোহা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। গুরুদাসপুর ও চাঁচকৈড়ের মাঝখানে এই মহাবিদ্যালয়টি স্থগিত। ১৯৬৯ সালে ১১ দফার ছাত্র জনতার আন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামছুজ্জোহা ১৮ ফেব্রুয়ারিতে এক বিশাল মিছিলে যোগ দেয়া ছাত্র জনতাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে শহীদ হন। তারই নামানুসারে গুরুদাসপুর এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কিছুদিন আগে থেকেই ঐ এলাকায় গুজব ছিল যে, চাঁচকৈড়ে এবং গুরুদাসপুরের রাজাকার আলবদর ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা নাটোর থেকে মিলিটারী নিয়ে এসে এখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ আপামর জনতার ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করবে, হত্যা করবে ও মেয়েদেরকে মিলিটারীদের কাছে ধরিয়ে দেবে। ভীতি ছিল সকলের চোখে মুখে সর্বদাই।

দিনটি ছিল শনিবার। চাঁচকৈড়ে হাটের দিন। বিপুল সংখ্যক লোক হাটের কেনাবেচায় ব্যস্ত। ছাত্রনেতা মতিউর রহমান ও মোবারক হোসেনের নেতৃত্ব একদল স্থানীয় যুবক ও ছাত্রছাত্রীরা গণমিছিল বের করে প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে গুরুদাসপুর ও চাঁচকৈড় এলাকা প্রদক্ষিণ করে কলেজ প্রাঙ্গণে এসে সভা করছিল। ঐ এলাকায় রাজাকার, শান্তি কমিটি, মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী ছিল পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে সোচ্চার। তারা ছিল শক্তিশালী। এমনি এলাকায় বসবাস করে মোবারক ছাত্র ও যুবকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে জোরদার করার কাজে ছিলো নিয়োজিত। মোবারক হোসেন দিনভর মিটিং মিছিল করে ও রাতে লোকের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে এলাকার সকলকে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। স্থানীয় ছাত্র যুবকদের নিয়ে মোবারক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে। তারা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে হিন্দু এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় সারারাত জেগে পাহারা দিতো। যাতে কোন বাড়িতে লুটপাট হতে না পারে। ফলে মোবারক দ্রুত এলাকার হিন্দু-মুসলমান তথা সকলের কাছে অতি প্রিয় হয়ে ওঠে। অপরদিকে সে স্বাধীনতা বিরোধীদের বড় শত্রু ও তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তারা মোবারকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং নাটোরে পাকিস্তানী বাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডের হেডকোয়ার্টারেও তার নামে অভিযোগ দেয়া। ফলে মোবারক তাদের টার্গেটে পরিণত হয়।

এদিকে পাক হানাদার বাহিনী আসার গুজব যদি সত্যে পরিণত হয় তার জন্যে বেশ কিছু প্রস্তুতি নেয়া হল।

গুরুদাসপুর ও চাঁচকৈড় থেকে প্রায় দুই তিন মাইল দূরে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থিত অন্যান্য পরিবারবর্গের বাড়িতে গুরুদাসপর ও চাঁচকৈড়ের হিন্দু ও স্বাধীনতার পক্ষের পরিবারের মেয়েদের আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শত্রুরা এই প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে আর বিলম্ব না করে পাক হানাদার বাহিনীকে নিয়ে আসার জোর প্রস্তুতি নেয়।

মে মাসের প্রথম শনিবার দুপুর বারোটার সময় চারিদিকে পড়ে যায় হৈচৈ। নাটোর থেকে পাকসেনারা আসছে। বাতাসের বেগে খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় নেমে আসে প্রচন্ড এক ঝড়। এতদিনের গুজব আজ সত্যে পরিণত হলো। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য মানুষ ছুটোছুটি শুরু করে দিল। জীবনভয়ে, সম্মান রক্ষায় তরুণী গৃহবধূ ও মেয়েরা দলে দলে জঙ্গলের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। মহাবিপদ সংকেত পেয়ে সকল মানুষই দিশেহারা। মোবারক হোসেন সভা চলাকালীন সময়ে এ খবর পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার সঙ্গী ছাত্র যুবকদের নিয়ে গুরুদাসপুরের হিন্দু পাড়ার দিকে ছুটে যায়। শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে কাঁদছে। আর সকল সঞ্চয় ও ভালবাসার মাতৃভূমি ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। লোকজন নন্দকুজা নদীর ঘাটগুলোতে এসে ভীড় করতে লাগলো। নদীর ওপাড়ে যেতে চেষ্টা করছে সকলে। মোবারক ততক্ষণে নদীর ঘাটে এসে পৌছেছে। মোবারক আর তার সাথীরা ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলোতে হাল বৈঠা হাতে নিয়ে দ্রুত উঠে পড়লো। একের পর এক হিন্দুদেরকে নদীর ওপাড়ে নারায়ণপুর গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসছে তারা।

প্রায় দেড়টার দিকে পাকসেনারা সত্যি সত্যিই গুরুদাসপুরে এসে পৌঁছলো। প্রথমে তারা গুরুদাসপুরের পশ্চিমের নাড়ীবাড়ী গ্রামের দিকে ঢুকে এবং প্রধান সড়ক ধরে না গিয়ে গ্রামের ভির দিয়ে গুরুদাসপুরে প্রবেশ করে। গুরুদাসপুরের একজন হাজী, একজন মৌলভী ও একজন কাজী পাকসেনাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছিল। একটা জীপে ও দুটো ট্রাকে প্রায় ৩০ জনের একটি দল ভারী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসে। তাদের পথ প্রদর্শকরা পাকসেনাদের হিন্দুদের বাড়ি, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের বাড়ি ঘর দেখিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পরে। মোবারকের নেতৃত্বে একদল ছাত্র নির্ভিক চিত্তে কয়েকটা নৌকায় গুরুদাসপুর নদীর ঘাট থেকে জড়ো হওয়া শত শত নারী পুরুষকে নদীর ওপারে নারায়নপুর গ্রামে পার করে চলছে। ননদকুজা নদীটাও যেন বেশ বড় হয়ে গেছে। এপার থেকে ওপার যে আবার ফিরে আসতে এবং লোকজনকে উঠাতে ও নামাতে প্রায় আধ ঘন্টার বেশী সময় লাগে। চারটা নৌকাতে প্রায় ৬০ জন করে প্রতি নৌকায় তারা পাড় করে দিচ্ছে। এক পর্যায়ে এসে নদীর ঘাটে জড়ো হওয়া লোকদেরকে মোবারক নদীর পাড়ের নীচ দিয়ে পূর্ব বা ভাটির দিকে যাওয়ার পরামর্শ দিল এবং যেখানে যে নৌকা বাধা আছে সেই নৌকাতে উঠে নৌকা ছেড়ে নদীর মাঝ দিয়ে ভেসে যেতে বললো। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরেই মিলিটারীদের ট্র্যাক গুরুদাসপুর নদীর ঘাটে এসে পৌছে। চারিদিকে মেশিনগানের প্রচণ্ড গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত করছে পাকসেনারা। সঙ্গে তিন দালাল তাবেদার। একজন হাজী, একজন কাজী ও একজন মৌলভী। তারা হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কোনটা কার বাড়ি ও দোকান। ইতিমধ্যেই গুরুদাসপুরের প্রায় সকল বাড়ি ঘর ও দোকান পাট ভাঙ্গা ও লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে। চিৎকার, বাঁচাও আর কান্নার রোল পরে গেছে ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায়। বেশ কয়েকটা বাড়িতে ও অনেক দোকানে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বেশ কয়েকজন মেয়েকেও তারা ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে ট্র্যাকের ওপর।

পাকসেনাদের বাঙালি মুসলমান দালালদের অট্টহাসিতে যেন অসহায় বাংলার মাটি কেঁদে কেঁদে উঠছে। এই দালালেরা হিন্দু ও আওয়ামী লীগ ও সকল ছাত্রলীগ আর স্বাধীনতাকামীদের বাড়ি ঘর দোকান পাট ধ্বংস করা ছাড়াও তাদের বাড়ির মেয়েদেরকেও ধরিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে। স্বাধীনতাকামী কর্মী ও নেতৃবৃন্দদেরকে ধরিয়ে দেওয়া ও হত্যা করার জঘন্য প্রচেষ্টায়ও এই স্বাধীনতার শত্রুরা ব্যস্ত হয়েছে। প্রায় তিন ঘন্টার পাকসেনাদের তান্ডবলীলায় বহু ঘরবাড়ি ও ব্যবস্থা বাণিজ্য লুটতরাজ করে ও পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। বহু নারীকে ধরে ট্রাকের উপর বেঁধে রেখেছে এবং মিলিটারীদের গুলিতে বেশ কয়জন শহীদ হয়েছে ও অনেক লোক আহত হয়েছে।

মোবারক হোসেন তার খাওয়া দাওয়া ক্লান্তি বাদ দিয়ে চতুর্থবারের মত নৌকা ভর্তি লোকজনকে ওপারে নামিয়ে দিয়ে পুনরায় ফিরে আসছে নদীর ওপারে গুরুদাসপুরের ঘাটে অপেক্ষমান লোকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে। এদিকে মিলিটারীদের ট্রাক ও মেশিনগানের গুলির শব্দে যেন এলাকা কাঁপছে। নন্দকুজা নদীর পানিও যেন ভয়ে উপছে পরছে। নদীর ধারে মিলিটারীদের ট্রাক ও গুলির শব্দ শুনে অপেক্ষামান লোকজন প্রাণ ভয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করে চলছে। চারিদিকে শুধু বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। কেউ কেউ পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটা শুরু করে। বিশেষ করে মেয়েরা পানিতে নেমে নৌকা কচুরী পানা ও গাছ গাছালীর আড়ালে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

মোবারক হোসেন ততক্ষণে নদীর ওপার থেকে এপাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। মিলিটারীদের মেশিনগানের গোলাগুলির ভয় উপেক্ষা করে সে দ্রুত নৌকা বেয়ে ঘাটে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছে নদীর ধারে অপেক্ষামান লোকদের নদীর ওপারে নিয়ে আসার জন্য। নদীর ঘাটে আসার পূর্বেই পাকসেনাদের বাঙালি মুসলমান দালালেরা মোবারককে চিনে ফেলে এবং লম্বা হাত বের করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তাদের প্রভু পাক সেনাদের। মোবারককে দেখিয়ে দিয়ে বলল- 'এইতো মোবারক'। এই বেটাই ছাত্র নেতা, ভারতের দালাল। এরা পাকিস্তান ভাঙানোর জন্য যুদ্ধ করছে। হিন্দুদের বাঁচানোর জন্য নৌকায় নদীর ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে মেরে ফেলো ও বেঁচে থাকলে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য যুদ্ধ করবে।'

বাঙালি দালালের কথা শেষ না হতেই তাদের প্রভু পাকসেনাদের মেশিনগানের গুলি মোবারক বুক ঝাঁড়রা করে দিল। বৈঠা হাতেই নৌকার ওপর লুটিয়ে পড়ল মোবারক হোসেন। তার মাথাটা নৌকার পাশে পানির ওপর ঝুলতে লাগল। তার দুই বাহুও পানির ওপর ঝুলছে। পা দুটো ও দেহটা নৌকার ওপরে নিথর হয়ে পরে রইল। শহীদের গর্বিত রক্তে নৌকা ও নদীর পানি লাল হয়ে গেল যেন। নৌকাটি ভাসতে ভাসতে পূর্ব দিকে স্রোতের টানে চলতে লাগল এক বীর বাঙালি শহীদের দেহ রক্ত নিয়ে।

আজ আমরা সবাই গভীরভাবে শহীদ মোবারক হোসেন স্মরণ করি। তার শহীদি রক্তের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু সেই স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী দালালদের হিংস্র থাবা থেকে বাংলাদেশকে আজো আমরা মুক্ত করতে পারিনি।